গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক ফেডারেশন

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম (৩য় তলা) ঢাকা।

সূচীপত্র

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ধারা - ১	শিরোনাম ও পরিচিতি	২
ধারা - ২	সংজ্ঞা	২
ধারা - ৩	প্রধান কার্যালয়	৩
ধারা - ৪	ফেডারেশনের পতাকা ও প্রতীক	৩
ধারা - ৫	কার্যক্রমের আওতা	৩
ধারা - ৬	উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	৩
ধারা - ৭	এফিলিয়েটেড সংগঠনসমূহ	৪
ধারা - ৭.১	এফিলিয়েশন নীতিমালা	৪
ধারা - ৭.২	এফিলিয়েশন ফি	৫
ধারা - ৮	সাধারণ পরিষদ	৫
ধারা - ৯	সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব, ক্ষমতা	৬
ধারা - ১০	নির্বাচক মন্ডলী	৬
ধারা - ১১	সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা	৬
ধারা - ১২	সাধারণ সভার আলোচ্য সূচী	৭
ধারা - ১৩	ফেডারেশনের কার্যনির্বাহ কমিটি	৭
ধারা - ১৪	কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ	৮
ধারা - ১৫	কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব	৮
ধারা - ১৬	কার্য এবং অর্থ বৎসর	৮
ধারা - ১৭	নির্বাহী সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা	৮
ধারা - ১৮	সভার বিজ্ঞপ্তি	১০
ধারা - ১৯	সভার কোরাম	১১
ধারা - ২০	তলবী সভা/বিশেষ সাধারণ সভা	১১
ধারা - ২১	বিভিন্ন উপ-পরিষদ গঠন	১১
ধারা - ২২	নির্বাচন	১১
ধারা - ২৩	ফেডারেশনের তহবিল	১১
ধারা - ২৪	কার্যক্রম পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা	১২
ধারা - ২৫	খেলোয়াড়দের নিবন্ধীকরণ	১২
ধারা - ২৬	খেলোয়াড় প্রতিনিধি	১২
ধারা - ২৭	আপত্তি	১২
ধারা - ২৮	ডোপিং কন্ট্রোল	১৩
ধারা - ২৯	জাতীয় প্রতিযোগিতা সমূহ	১৩
ধারা - ৩০	আনন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন	১৩
ধারা - ৩১	প্রশিক্ষণ	১৩
ধারা - ৩২	আন্তর্জাতিক যোগাযোগ	১৪
ধারা - ৩৩	প্রণোদনা ও উৎসাহ প্রদান	১৪
ধারা - ৩৪	শৃংখলামূলক ব্যবস্থা	১৪
ধারা - ৩৫	কো-অপশনের মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণ	১৪
ধারা - ৩৬	অনাস্থা প্রদান	১৫
ধারা - ৩৭	গঠনতন্ত্রের ধারা উপ-ধারার ব্যাখ্যা	১৫
ধারা - ৩৮	অনুল্লেখিত বিষয়	১৫
ধারা - ৩৯	বিধি-বিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন	১৫
ধারা - ৪০	গঠনতন্ত্র সংশোধন	১৬

বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক ফেডারেশন এর গঠনতন্ত্র
বঙ্গবন্ধু জাতীয় ষ্টেডিয়াম,ঢাকা।

ধারা- ১ শিরোণাম ও পরিচিতি

১.১ নাম

এই ফেডারেশন "বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক ফেডারেশন" নামে পরিচিত হবে।

১.২ সংক্ষিপ্ত নাম ঃ

বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সংক্ষিপ্ত নাম হবে বি,এ,এফ।

ধারা- ২ সংজ্ঞা ঃ

২.১ অত্র গঠনতন্ত্রে "ফেডারেশন" বলতে বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক ফেডারেশনকেই বুঝাবে।

২.২ এফিলিয়েটেড সংস্থা ঃ

এফিলিয়েটেড সংস্থা বলতে সরাসরি বি,এ,এফ এর ক্রীড়া কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকা সংস্থাকেই বুঝাবে।

২.৩ সাধারণ পরিষদ ঃ

সাধারণ পরিষদ বলতে বুঝাবে ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক এফিলিয়েটেড সব সংস্থার মনোনীত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত পরিষদ।

২.৪ কার্যনির্বাহী পরিষদ ঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদ বলতে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত পরিষদকে বুঝাবে এবং সভাপতি হবেন সরকার কর্তৃক মনোনীত অথবা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত।

২.৫ নির্বাহী সদস্য

নির্বাহী সদস্য বলতে কার্যকরী পরিষদের সদস্য ব্যতীত অপরাপর পদধারী সদস্যকে বুঝাবে

২.৬ সদস্য ঃ

সদস্য বলতে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদসদের বুঝাবে।

২.৭ উপ-কমিটি ঃ

পরিষদ বা উপ-কমিটি বলতে ফেডারেশনের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত নির্বাহী কমিটির অধীনস্থ কমিটিকে বুঝাবে।

২.৮ আই,এ,এ,এফ বলতে ইন্টান্যাশনাল এসোসিয়েশন অফ অ্যাথলেটিক ফেডারেশনকে বুঝাবে।

২.৯ এ,এ,এ বলতে এশিয়ান অ্যাথলেটিকস্ এসোসিয়েশনকে বুঝাবে।

২.১০ এস,এ,এ,এ,এফ বলতে সাউথ এশিয়ান অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশনকে বুঝাবে।

ধারা- ৩ প্রধান কার্যালয় ঃ

বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হবে।

ধারা- ৪ ফেডারেশনের পতাকা ও প্রতীক ঃ

বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের নিজস্ব পতাকা এবং লগো থাকবে, যা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

ধারা- ৫ কার্যক্রমের আওতা ঃ

সমগ্র বাংলাদেশের অ্যাথলেটিকের কার্যক্রম, বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের আওতাভুক্ত থাকবে।

ধারা- ৬ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

৬.১ বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস্ এর জনপ্রিয়তা,প্রসার এবং মান উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে ফেডারেশনের সুষ্ঠু তদারকির মাধ্যমে বাংলাদেশের অ্যাথলেটিকস্ কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করা।

৬.২ স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা

৬.৩ অ্যাথলেটিকস্ এর উৎকর্ষতা অর্জণের লক্ষ্যে বিদেশে আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতা, আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা,এশিয়া পর্যায়ের প্রতিযোগিতা এবং বিশ্ব পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের কার্যক্রম ব্যবস্থা।

৬.৪ জাতীয় দলের অ্যাথলেটদের প্রশিণের জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন দেশী/বিদেশী প্রশিক্ষকদের দ্বারা প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনার ব্যবস্থা।

৬.৫ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অ্যাথলেটিকস্ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স ও প্রশিণের সংশ্লিষ্ট সেমিনারে বাংলাদেশের কোচদের অংশগ্রহণের প্রচেষ্টা চালানো।

৬.৬ স্কুল,কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়,উপজেলা, জেলার ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও ক্রীড়ার মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

৬.৭ আঞ্চলিক, মহাদেশীয় এবং বিশ্ব অ্যাথলেটিক সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন ও যোগাযোগ রক্ষা।

৬.৮ আই,এ,এ,এফ/এ,এ,এ এবং এস,এ,এ,এফ এর শর্তাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও যথাযথভাবে অনুসরণ করা।

৬.৯ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এবং বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন(বিওএ) এর সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ করা ও তাদের সাহায্য সহযোগিতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা।

৬.১০ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশন খেলোয়াড়দের সম্মান, স্বীকৃতি ও পুরস্কার লাভে সহায়তা প্রদান করবে এবং খেলোয়াড়দের কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট থাকবে।

৬.১১ প্রয়াতঃ কৃতি ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়াসংগঠক বিশেষতঃ মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ অ্যাথলেট ও ক্রীড়াসংগঠকদের স্মৃতি রক্ষার্থে ফেডারেশন সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

৬.১২ জাতীয় এ্যাথলেটিকস একাডেমী ঃ দেশে এ্যাথলেটিকস এর মান ক্রমান্বয়ে উন্নত করে

আঞ্চলিক তথা বিশ্ব মান অর্জনের লক্ষ্যে ফেডারেশনের নিয়ন্ত্রন ও তত্ত্বাবধানে একটি জাতীয় এ্যাথলেটিকস একাডেমী থাকবে। ফেডারেশনের সভাপতি এই একাডেমীর সভাপতি হবেন। একাডেমীর অধক্ষ্য ও অন্যান্য অনুষদ সদস্য ফেডারেশন কর্তৃক নিয়োজিত হবেন। একাডেমী ফেডারেশনের এ্যাফিলিয়েটেড সংস্থার মর্যাদার অধিকারী হবে এবং ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদে একাডেমীর একজন সদস্য অর্ন্তভূক্ত হবেন। একাডেমী পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ও নিয়মকানুন ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটি প্রনয়ন করবেন। একাডেমী পরিচালনার ক্ষেত্রে ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গন্য হবে। বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক, মুক্তিযোদ্ধা ও কৃতি অ্যাথলেট প্রয়াত: শেখ কামাল এর নাম অনুসারে একাডেমীর নামকরণ করা হবে। সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে একাডেমী প্রতিষ্ঠা ও নামকরণ চূড়ান্ত করা হবে।

৬.১৩ দেশের সকল বর্তমান ও সাবেক অ্যাথলেট, সংগঠক, বিচারকদের সম্প্রীতির বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ রাখতে এবং তাদের জরুরী প্রয়োজনে মানবিক সাহায্য প্রদানে ফেডারেশনের সাধ্যমত অবদান রাখবে।

ধারা- ৭ এফিলিয়েটেড সংস্থা সমূহ ঃ

ক. বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা সমূহ
খ. জেলা ক্রীড়া সংস্থা সমূহ
গ. বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস্, বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি।
ঘ. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ
ঙ. বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
চ. শিক্ষাবোর্ড সমূহ
ছ. সরকারী শারীরিক শিক্ষা কলেজ সমূহ।
জ. স্বায়ত্ব শাসিত ও আধা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা সমূহ এবং দপ্তর / অধিদপ্তর / পরিদপ্তর

ধারা- ৭.১ এফিলিয়েশনের নীতিমালা ঃ

ক. বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের এফিলিয়েটেড সংস্থা স্ব-স্ব এলাকার সকল অ্যাথালেটিক কর্মকান্ড পরিচালনা, বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ করবে।
খ. এফিলিয়েটেড সংস্থা বিধি, উপ-বিধি কোন ধারা বাংলাদেশে অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের বিধিমালা বা নীতি পরিপন্থী হবে না।
গ. প্রতিটি এফিলিয়েটেড সংস্থা তার গঠনতন্ত্রের একটি কপি বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক ফেডারেশনে প্রেরণ করবে।
ঘ. এফিলিয়েটেড সংস্থা বৎসরান্তে স্বীয় এলাকায় অ্যাথলেটিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক ফেডারেশনে প্রেরণ করবে।
ঙ. বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক ফেডারেশন ও এফিলিয়েটেড সংস্থার মধ্যে বিধিগত বা নীতিগত কোন বিরোধ দেখা দিলে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। এ রূপক্ষেত্রে বিষয়টির গুরুত্ব সাপেক্ষে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা প্রযোজ্য হতে পারে।

চ. সকল এফিলিয়েটেড সংস্থা ফেডরেশনের বাৎসরিক কর্মকান্ডের সহিত সমন্বয় সাধন করে নিজস্ব ক্রীড়াপঞ্জী প্রণয়ন করবে।

ধারা- ৭.২ এফিলিয়েশন ফি ঃ

ক. সকল এফিলিয়েটেড সদস্য সংস্থা নির্বাহী কমিটি নির্ধারিত হারে এফিলিয়েশন ফি বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক ফেডারেশন বরাবর ব্যাংক ড্রাফট অথবা নগদ প্রদানের মাধ্যমে ফেডারেশনে জমা দিয়ে রিসিট গ্রহন করবে। এফিলিয়েটেড ফি প্রতি বৎসর জাতীয় প্রতিযোগিতার প্রাক্কালে পরিশোধ করতে হবে। পর পর দুই বৎসর এফিলিয়েটেড ফি বকেয়া পড়লে এফিলিয়েশন সাময়িকভাবে বাতিল হবে। সে ক্ষেত্রে বকেয়া এবং জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রয়োজনীয় এফিলিয়েশন নবায়ন করা যাবে।

খ. কোন সংস্থা কোন বৎসর এফিলিয়েশন ফি জমা না দিলে সে বছর ফেডারেশন পরিচালিত কোন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

গ. বি এ এফ যে কোন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভূক্তি ফি প্রদান করবে।

ধারা- ৮ সাধারণ পরিষদ ঃ

৮.১ ৭ ধারায় উল্লেখিত সংস্থা সমূহ ও অন্যান্য কাউন্সিলারদের নিয়ে বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধারী কতৃপক্ষ হিসেবে একটি সাধারণ পরিষদ থাকবে।

৮.২ বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত ফেডারেশনের কার্যকাল সময়ে অন্তত: ০২(দুই)টি জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করলে উক্ত সংস্থার প্রতিনিধি কাউন্সিলর হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে।

৮.৩ বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা মনোনীত ০১(এক) জন প্রতিনিধি।

৮.৪ ফেডারেশনের সভাপতির পরামর্শক্রমে জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ, বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও পৃষ্ঠপোষকদের মধ্য হতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ সাধারণ পরিষদে ০৫ (পাঁচ) জন সদস্য মনোনীত করবেন।

৮.৫ ফেডারেশনের সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ০২(দুই) জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন।

৮.৬ ফেডারেশনের সভাপতি ও সর্বশেষ নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন।

৮.৭ আইএএএফ অথবা এ এ এ নির্বাহী কমিটিতে কার্যরত বাংলাদেশের প্রতিনিধি তার কার্যকালীন সময় পর্যন্ত সাধারণ পরিষদের সদস্য থাকবেন।

৮.৮ বাংলাদেশ এ্যাথলেটিক ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশ অ্যাথলেট এসোসিয়েশনে ০২(দুই) জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য থাকবেন।

৮.৯ বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স কোচেস এসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত ০১(এক) জন প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স জাজেস এসোসিয়েশনে কর্তৃক মনোনীত ০১(এক) জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন।

.১০ অলিম্পিক, বিশ্ব অ্যাথলেটিকস্, কমনওয়েলথ গেমস্, এশিয়ান অ্যাথলেটিকস্, এস-এ গেম্স, ইসলামি গেমসে স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত অ্যাথলেটদের মধ্য হতে পদক প্রাপ্তির ক্রমানুসারে অনধিক ০৫(পাঁচ) জন সাধারণ পরিষদের সদস্য মনোনীত হবে।

১১ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ০১(এক) জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদে অন্তর্ভূক্ত হবেন (যদি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সমন্বয়কারী সংস্থা থাকে)।

১২ বেসরকারী শারিরীক শিক্ষা কলেজ সমূহের ০১(এক) জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদে অন্তর্ভূক্ত হবেন। (যদি শারিরীক শিক্ষা কলেজ সমূহের সমন্বয়কারী সংস্থা থাকে)

১৩ স্বাধীনতা দিবস পরস্কার ও একুশে পদকপাপ্ত ক্রীড়াবিদ / সংগঠক সরাসরি সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হবেন।

১৪ জাতীয় এ্যাথলেটিক একাডেমী (পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা লাভের পর) ০১(এক) জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য থাকবেন।

৯ সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

১ গঠনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা।

২ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পেশকৃত বার্ষিক অডিট রিপোর্ট অনুমোদন।

৩ সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পর্যালোচনা

৪ কোষাধ্য কর্তৃক উপস্থাপিত ফেডারেশনের বিগত বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা পর্যালোচনা করা।

৫ কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন।

১০ নির্বাচক মন্ডলী(Electoral College)। ঃ

১০.১ সাধারণ পরিষদের সকল সদস্য নিয়ে ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনের নির্বাচনী (Electoral College) গঠিত হবে। নির্বাচক মন্ডলীর সদস্যগণ কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন যোগ্য প্রত্যেকটি পদের জন্য "এক লোক এক ভোট" এর ভিত্তিতে একজনকে নির্বাচিত করার জন্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। নির্বাচনযোগ্য প্রতিটি পদে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ ভোটের ভিত্তিতে একজন করে পদাধিকারী নির্বাচিত হবেন।

১০.২ ফেডারেশনের অ্যাফিলিয়েটেড কোন সংস্থা বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশন আয়োজিত যে কোন ০২(দুই)টি জাতীয় ভিত্তিক অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলে ঐ সংস্থার প্রতিনিধিত্বকারী সাধারণ পরিষদের সদস্য নির্বাচক মন্ডলীর সদস্য হিসাবে বিবেচিত হবেন।

১০.৩ নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য ফেডারেশন নির্বাচন বিধিমালা প্রণয়ন করবে এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সম্মতিক্রমে তা চূড়ান্ত করা হবে। নির্বাচন বিধিমালা অনুযায়ী ফেডারেশনের কার্য নির্বাহী পরিষদ নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

১১ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা ঃ

১১.১ সাধারণ পরিষদের কার্যকালীন সময়ে অন্তত দুটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠান।

১১.২ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার একমাস পূর্বে সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করতে হবে।

ধারা- ১২ সাধারণ সভার আলোচ্য সূচী ঃ

ক. সংবিধান সংশোধন/সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান।

খ. মেয়াদপূর্ণ সময়ে কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন করা।

গ. সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন উপস্থাপন।

ঘ. অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনা করা।

ঙ. বাৎসরিক ক্রীড়া পঞ্জির আনুষ্ঠানিক অনুমোদন।

চ. বিবিধ আলোচনা।

১২.১ আলোচ্য সূচীর যে কোন সিদ্ধান্ত সর্ব সম্মতিক্রমে বা সংখ্যাগরিষ্ঠ এর মতামতের ভিত্তিতে করতে হবে।

১২.২ সংবিধান বিষয়ের যে কোন সিদ্ধান্ত সাধারণ পরিষদের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে করতে হবে।

ধারা- ১৩ ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি ঃ

১৩.১ বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের নিম্নোক্ত কার্যনির্বাহী কমিটি থাকবে।

সভাপতি	০১ জন
সহ-সভাপতি	০৫ জন
সাধারণ সম্পাদক	০১ জন
যুগ্ম সম্পাদক	০২ জন
কোষাধ্য	০১ জন
সদস্য	২১ জন
মোট	৩১ জন

১৩.২ কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি সরকার কর্তৃক মনোনীত অথবা নির্বাচিত হবেন।

১৩.৩ কার্য নির্বাহী কমিটিতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত সর্বোচ্চ ০২(দুই) জন সদস্য অন্তর্ভূক্ত হবেন।

১৩.৪ কার্য নির্বাহী কমিটিতে কমপক্ষে ০৩(তিন) জন মহিলা সদস্য অন্তর্ভূক্ত হবেন।

১৩.৫ কার্য নির্বাহী কমিটিতে মনোনীত পদ সমূহ ছাড়া বাকী সকল পদ নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

১৩.৬ নির্বাচনের ১০(দশ) দিনের মধ্যে নির্বাচিত কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে হবে, অন্যথায় ১১তম দিন থেকে নির্বাচিত কমিটি দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

১৩.৭ কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্যের পদত্যাগ, মৃত্যু কিংবা ফেডারেশনের স্বার্থ বিরোধী এবং নীতি বিরোধী কাজে অভিযুক্ত হয়ে বহিস্কৃত হলে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পদটি শূন্য হবে।

১৩.৮ ১৩.৭ এ উল্লেখিত কারণে কোন পদ শূণ্য হলে সে ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী কমিটি উক্ত শূন্য পদ পূরণ করতে পারবে।

কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ ঃ

ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ হবে ৪ (চার) বৎসর।
মনোনয়নদানকারী সংস্থা জরুরী প্রয়োজনে একবার প্রতিনিধি পরিবর্তন করতে পারবে। তবে ঐ প্রতিনিধি নির্বাচিত হলে তার পদ শূন্য না হওয়া পর্যন্ত পরিবর্তন করা যাবেনা।

কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ঃ

ফেডারেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রতিমাসে একবার নিয়মিত সভায় মিলিত হবে। তবে উপযুক্ত ও গ্রহনযোগ্য কারণে এর ব্যতিক্রম হতে পারবে।
ফেডারেশনের সকল সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করবে।
ফেডারেশনের সার্বিক কর্মকান্ড পর্যালোচনা করবে।
এফিলিয়েটেড সকল সংস্থা ও সদস্য অ্যাথলেটদের শৃংখলা ভঙ্গের জন্য শাস্তি বিধান করবে এবং বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদান করবে।
ফেডারেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন পরিষদ ও উপ- পরিষদ গঠন করবে।
উপ-পরিষদের সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলী সঠিক বাস্তবায়নের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।
গঠন তন্ত্রের আওতায় প্রয়োজনীয় বিধি বিধান প্রণয়ন করবে।
কোন এফিলিয়েটেড সংস্থা বা সদস্য কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে লিখিত প্রতিবাদ করলে সাধারণ সম্পাদক পরবর্তী নির্বাহী সভায় সেই প্রতিবাদ লিপি উপস্থাপন করবেন।
প্রয়োজনে ঢাকার বাইরে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আয়োজন করা যাবে।
১ বাৎসরিক বাজেট অনুমোদন, অডিটর নিয়োগ এবং বাৎসরিক ক্রীড়া পঞ্জী অনুমোদন করবে।
১ ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যদের দায়িত্ব বন্টন প্রণয়ন করিবে।
সর্বত্রে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
১ কার্যনির্বাহী পরিষদ তার দায়িত্ব পালনে সুবিধার জন্য এবং এর সিদ্ধান্ত দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজন বোধে কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রধান একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে পারবে। ফেডারেশনের সভাপতি ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক এর সদস্য সচিব হবেন।

১ কার্য এবং অর্থ বৎসর ঃ

অর্থ বছর ধরা হবে ১লা জুলাই থেকে পরবর্তী বছরের ৩০শে জুন পর্যন্ত।
বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের কার্যবৎসর ধরা হবে ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১শে ডিসেম্বর।
এই বৎসরের ভিত্তিতেই ক্রীড়া পঞ্জী ও বাজেট এবং অন্যান্য কার্যক্রম সীমিত রাখতে হবে। এই ক্রীড়াপঞ্জী যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণের দায়িত্ব সাধারণ সম্পাদকের উপর থাকবে।

১ নির্বাহী সদস্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

১ সভাপতি

ক. তিনি ফেডারেশনের প্রধান এবং এর কার্য নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ পরিষদের সভাপতি।
খ. সাধারণ পরিষদ ও কার্য নির্বাহী কমিটির সকল সভা তাঁর নামে আহুত হবে এবং তিনি সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
গ. সাধারণ পরিষদ ও কার্য নির্বাহী কমিটির সভার আলোচ্য সূচী ও সভার নোটিশ তাঁর অনুমোদন ক্রমে চূড়ান্ত করা হবে।
ঘ. কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পক্ষে বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে তিনি নিজস্ব ভোটের অতিরিক্ত কাষ্টিং ভোট প্রদান করতে পারবেন।
ঙ. তিনি ফেডারেশনের সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন। সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনাক্রমে জরুরী সিদ্ধান্ত নিবেন। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কার্য নির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় তা উপস্থাপন করা হবে।

চ. ফেডারেশনের বেতনভোগী সকল কর্মচারী তাঁর আদেশক্রমে চাকুরীতে নিয়োজিত হবে এবং তাদের চাকুরীর সকল দিক যথা- বেতনভাতা নির্ধারণ, বেতনবৃদ্ধি, পদোন্নতি ও চাকুরী হতে অপসারণ/অব্যাহতি প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত হবে চূড়ান্ত।
ছ. ফেডারেশনের সংস্থাপন ও প্রশাসনিক বিষয় সমূহে তাঁর অনুমোদনক্রমে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
জ. ফেডারেশনের গৃহীত সকল শৃংখলা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি চূড়ান্ত অনুমোদনকারী কতৃপক্ষ।
ঝ. ফেডারেশনের গৃহীত কোন শৃংখলামূলক/শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বাতিল/রদ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান আপিল করলে সভাপতি ঐ আপিল আবেদন নিস্পত্তি করবেন।
ঞ. ফেডারেশনের কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়ন ও জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের জন্য তিনি জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের জরুরী সভা আহবান করতে পারবেন।

১৭.২ সহ-সভাপতি ঃ

ক. সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সহ-সভাপতির মধ্যেই ক্রমানুসারে সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
খ. সভাপতি ও সহ-সভাপতিদের অনুপস্থিতিতে সাধারণ পরিষদ বা কার্যনির্বাহী পরিষদ বয়:জ্যৈষ্ঠ সদস্য সভাপতিত্ব করে সভা পরিচালনা করতে পারবেন।

১৭.৩ সাধারণ সম্পাদক ঃ

ক. তিনি ফেডারেশনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। তিনি ফেডারেশন এর কল্যাণে কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকবেন এবং সভাপতির সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করবেন।
খ. তিনি সভাপতির অনুমতিক্রমে এবং তার পক্ষে সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করবেন। তিনি সভার কার্য বিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন এবং উক্ত সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ নিশ্চিতকরণের জন্য পরবর্তী সভায় পেশ করবেন।
গ. তিনি স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে ফেডারেশনের কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

ঘ. তিনি ফেডারেশন কার্যক্রমের বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সাধারণ সভায় পেশ করবেন।

ঙ. জরুরী খরচ মিটানোর জন্য তিনি কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত অর্থ তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে হাতে রাখতে পারবেন এবং খরচ শেষে সমন্বয় সাধন করবেন।

চ. তিনি বিভিন্ন পরিষদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করবেন এবং সময়ে সময়ে সভাপতির অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় আদেশ/ প্রজ্ঞাপন জারী করবেন।

ছ. তিনি জাতীয় প্রতিযোগিতা সমূহ অনুষ্ঠান করার জন্য পৃষ্ঠপোষক সংগ্রহ ও অর্থ যোগানের ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকবেন।

জ. তিনি ফেডারেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ফেডারেশনের যে কোন কর্মকর্তার সহযোগিতা গ্রহন করতে পারবেন।

ঝ. ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়ন ও ফেডারেশনে কর্মকান্ড গতিশীল করার জন্য তিনি জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সহায়তা করবেন।

.৪ যুগ্ম সম্পাদক ঃ

ক. যুগ্ম সম্পাদক ১ ও ২ সাধারণ সম্পাদক এবং কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করবেন।

খ. সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম সম্পাদক ১ ও ২ ক্রম অনুসারে সাধারণ সম্পাদক এর দায়িত্ব পালন করবেন।

.৫ কোষাধ্যক্ষঃ

ক. তিনি ফেডারেশনের পক্ষে সব অর্থ সংগ্রহ ও গ্রহণ করবেন। সংগৃহীত অর্থ ব্যাংকে জমা দিবেন এবং ফেডারেশনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

খ. অডিটকৃত হিসাব এবং বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের তালিকা কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সাধারণ পরিষদে পেশ করবেন।

গ. তিনি ফেডারেশনের তহবিলের রক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন।

ঘ. তিনি ফেডারেশনের ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনার অন্যতম যুগ্ম স্বাক্ষরকারীর দায়িত্ব পালন করবেন।

ঙ. তিনি পদাধিকার বলে সকল অর্থ সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য থাকবেন। তবে ফেডারেশনের অডিট কমিটির সদস্য থাকতে পারবেন না।

.৬ সদস্যঃ

ক. কার্যনির্বহী পরিষদের সদস্যগণ কার্য নির্বাহী পরিষদ, মাননীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

।৮ সভার বিজ্ঞপ্তি ঃ

।১ অন্তত:পক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করতে হবে।

।২ অন্তত:পক্ষে ৭(সাত) দিন পূর্বে কার্যনির্বাহী পরিষদ সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করতে হবে।

।৩ অন্তত:পক্ষে ২(দুই) দিন পূর্বে উপ-পরিষদ সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করতে হবে।

।৪ জরুরী সভা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৪৮/৩৬/২৪ ঘন্টার নোটিশে জারি করতে হবে।

ধারা- ১৯ সভার কোরাম ঃ

১৯.১ সাধারণ পরিষদ, কার্যনির্বাহী ও উপ-পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠানের "কোরাম" বলে বিবেচিত হবে।

১৯.২ মূলতবী সভার কোন কোরাম প্রয়োজন হবে না।

১৯.৩ যে কোন জরুরী সভার কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না।

ধারা- ২০ তলবী সভা/বিশেষ সাধারণ সভা ঃ

২০.১ সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশের সদস্যের স্বাক্ষরিত আবেদনের আলোকে ফেডারেশনের সভাপতি যে কোন সময় নূন্যতম ১৫(পনের) দিনের নোটিশে তলবী সভা আহ্বান করতে পারবেন।

২০.২ সাধারণ পরিষদ বা কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সভা যদি কোরামের অভাবে অনুষ্ঠিত না হতে পারে তবে মূল তারিখ ও সময়ের ৪৮ ঘন্টার মেধ্য পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হবে সে ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হবে না।

ধারা- ২১ বিভিন্ন উপ-পরিষদ গঠন ঃ

২১.১ কার্যনির্বাহী কমিটি ফেডারেশনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপ-কমিটি গঠন করবে এবং কমিটির কার্য পরিধির ও অন্যান্য সকল বিষয়াদি নির্ধারণ করে দিবে।

২১.২ উপ-কমিটি সকল প্রতিযোগিতার কার্যক্রমের বিধি উপ-বিধি প্রণয়ন করবে।

ধারা- ২২ নির্বাচন ঃ

২২.১ গোপন ব্যালট এর মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

২২.২ কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষে কিংবা তার পূর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নির্বাচন কমিশন গঠন এবং ফেডারেশনের সহায়তাক্রমে ভোটার তালিকা প্রণয়োন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন।

২২.৩ একজন প্রার্থী কেবলমাত্র একটি পদের জন্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

২২.৪ নির্বাচনে প্রার্থীর ভোট প্রাপ্তির সংখ্যা অনুসারে ৫ জন সহ-সভাপতি, ২ জন যুগ্ম-সম্পাদক এবং নির্বাচিত সদস্যদের মানক্রম নির্ধারিত হবে।

ধারা- ২৩ ফেডারেশনের তহবিল ঃ

২৩.১ সরকার,জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও জাতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন , আর্ন্তজাতিক সংস্থা (আইএএএফ, এএফ, সাফ ফেডারেশন), প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি এবং বিদেশ হতে প্রাপ্ত অনুদান, পৃষ্ঠপোষক, ব্যক্তি বা সংস্থা হতে প্রাপ্ত চাঁদা/দান এবং টিকেট বা বিজ্ঞাপন হতে প্রাপ্ত অর্থ এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার বাৎসরিক চাঁদা ও এফিলিয়েশন ফি প্রাপ্ত অর্থ হতে ফেডারেশনের তহবিলের উৎস। চ্যারিটি শো, ক্রীড়া লটারী (অ্যাথলেটিকস্) এর মাধ্যমে তহবিলের উৎস।

২৩.২ ফেডারেশনের তহবিল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদিত বাংলাদেশ ব্যাংকের তফসিল ভূক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকে রক্ষিত থাকবে।

২.৩ ফেডারেশনের ব্যাংক হিসাব সভাপতি,কোষাধ্যক্ষ ও সাধারণ সম্পাদক এই ৩(তিন) জনের মধ্যে যে কোন দুই জনের যুগ্ম স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

২৪ কার্যক্রম পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা ঃ

২৪.১ প্রতি অর্থ বৎসর শেষের ১৫(পনের) দিনের মধ্যে অর্থাৎ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভার পূর্বেই মনোনীত অডিটরের মাধ্যমে অডিট সম্পন্ন করতে হবে, যা সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

২৪.২ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত আয়-ব্যয়ের অডিট চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

২৪.৩ ফেডারেশনের নির্বাহী সদস্যদের দ্বারা মনোনীত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি আয়/ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করবে তবে এ কমিটিতে কোষাধক্ষ্য ও সাধারণ সম্পাদক সদস্য থাকতে পারবেন না।

২৫ খেলোয়াড় নিবন্ধীকরণ ঃ

২৫.১ বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সাথে এফিলিয়েটেড সংস্থার সকল খেলোয়াড় ফেডাশেরনের সাথে ০২(দুই) বৎসরের জন্য নিবন্ধীকৃত হবেন। উপযুক্ত নিবন্ধীকরণ ছাড়া কোন খেলোয়াড় কোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

২৫.২ নিবন্ধীকৃত যে কোন খেলোয়াড় জাতীয় স্বার্থে অথবা ফেডারেশনের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ফেডারেশনের উপস্থিত থাকতে বাধ্য থাকবেন এবং ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় এর নিয়ন্ত্রক সংস্থা তাৎক্ষণিকভাবে সে খেলোয়াড়কে ছাড়পত্র প্রদান করবে।

২৬ খেলোয়াড় প্রতিনিধি ঃ

ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অফ অ্যাথলেটিক ফেডারেশন আইন মোতাবেক "বাফ" এর অনুমোদিত লিখিত চুক্তি ছাড়া কোন খেলোয়াড় আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না।

২৭ আপত্তি ঃ

২৭.১ "বাফ" ও খেলোয়াড় এর মধ্যে অথবা খেলোয়াড় ও আই,এ,এ,এফ এর মধ্যে কোন আপত্তি দেখা দিলে তা মধ্যস্থতাকারীর নিকট পেশ করা হবে। বাফ এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে আপত্তি দেখা দিলে সেই আপত্তি বাফ গঠনতন্ত্রের প্যানেলকৃত মধ্যস্থতাকারীর নিকট পেশ করতে হবে। আই, এ,এ,এফ ও খেলোয়াড়দের মধ্যে কোন আপত্তি দেখা দিলে সেই আপত্তি কাউন্সিলের ইচ্ছা সাপেক্ষে আই,এ,এ,এফ এর মধ্যস্থতা প্যানেলে পেশ করতে হবে।

২৭.২ মধ্যস্থতা প্যানেলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং ইহা দল ও সকল সদস্যদের জন্য বাধ্যতামূলক হবে এবং মধ্যস্থতা প্যানেলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কারো আপিল করার অধিকার থাকবে না।

২৭.৩ সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক যে কোন কাউন্সিলের সদস্যের সাথে সিদ্ধান্তের জন্য কোন মধ্যস্থতা প্যানেলের উদ্ধৃতি দেওয়া যাবে না।

ধারা- ২৮ ডোপিং কন্ট্রোল ঃ

বাফ প্রতিযোগিতার বাইরে ডোপিং কন্ট্রোলের সাথে যোগাযোগ রাখবে এবং এর চূড়ান্ত রিপোর্ট আই,এ,এ,এফ এর নিকট পেশ করবে এবং বাফের জাতীয় প্রতিযোগিতায় অথবা এরূপ যে কোন প্রতিযোগিতার সময় বাফ আই,এ,এ,এফ কে ডোপিং কন্ট্রোল করার জন্য অনুমতি দিবে এবং বাফ, বাফের নিজের প্রতিযোগিতার বাইরেও তার খেলোয়াড়দের ডোপিং কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণ করবে।

ধারা- ২৯ জাতীয় প্রতিযোগিতা সমূহ ঃ

২৯.১ ফেডারেশন বছরে তিনটি জাতীয় ভিত্তিক অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে। এগুলো নিম্নরূপ :

ক জাতীয় অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা।

খ জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা।

গ সামার অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা।

২৯.২ এই গঠনতন্ত্রের ৭নং ধারায় বর্ণিত অ্যাফিলিয়েটেড সংস্থা সমূহের আওতাভূক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের খেয়োয়াড়গন সরাসরি জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ন্যুনতম মান অর্জন সাপেক্ষে জাতীয় প্রতিযোগিতা সমূহে অংশ গ্রহন করতে পারবে।

২৯.৩ সরাসরি অ্যাফিলিয়েটেড সংস্থা নন এরূপ সকল প্রতিষ্ঠান/সংস্থার খেলোয়াড়গন স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলা বা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার মাধ্যমে জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করতে পারবে।

২৯.৪ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ তাদের নিজেদের মধ্যে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দল গঠন করে একটি একক দল হিসাবে জাতীয় অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

২৯.৫ বেসরকারী শারীরিক শিক্ষা কলেজ সমূহ আন্তঃ শারীরিক শিক্ষা কলেজ অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একটি একক দল গঠন করে জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এরূপ ব্যবস্থা গ্রহন না করা পর্যন্ত তারা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাধ্যমে জাতীয় প্রতিযোগিতা সমূহে অংশগ্রহণ করবে।

২৯.৬ প্রতিটি জাতীয় প্রতিযোগীতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ফেডারেশন প্রয়োজন বোধে পৃথক বিধিমালা প্রণয়ন করবে।

ধারা- ৩০ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন ঃ

দেশে ও বিদেশে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সমূহ যথা- বিশ্ব অলিম্পিক, বিশ্ব অ্যাথলেটিকস, কমনওয়েলথ গেমস,এশিয়ান গেমস, এশিয়ান অ্যাথলেটিকস, ইসলামিক গেমস, দক্ষিণ এশিয়া গেমস ইত্যাদিতে অংশগ্রহনের জন্য নির্ধারিত মান অর্জনকারী খেলোয়াড়গন ফেডারেশন কর্তৃক মনোনীত হয়ে ও ফেডারেশনের উদ্যোগে অংশগ্রহন করবেন।

ধারা- ৩১ প্রশিক্ষণ ঃ

৩১.১ দেশের অ্যাথলেটিকস এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ফেডারেশন দেশে দেশীয় ও প্রয়োজনে বিদেশী প্রশিকের পরিচালনায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করবে। এ জন্য ফেডারেশন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বাংলাদেশ অলিম্পিক সমিতির সহায়তা গ্রহন করবে।

.২ ফেডারেশন সমগ্র দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচী অব্যাহত রাখবে।

.৩ বিভিন্ন দেশে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও ট্রেনিং সেমিনার / ওয়ার্কশপে ফেডারেশনের উদ্যোগে ক্রীড়া সংগঠক, প্রশিক্ষক ও খেলোয়াড়গণ অংশগ্রহন করবেন।

৩২ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ঃ

২.১ ফেডারেশন বিভিন্ন দেশে আয়োজিত অ্যাথলেটিকস বিষয়ক সভা-সম্মেলন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদিতে অংশগ্রহন করে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকবে।

২.২ ফেডারশন অ্যাথলেটিক বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা যথা- আইএএএফ, এএএফ ও অন্যান্য সমিতি/ সংগঠনের তৎপরতা, সম্মেলন ও নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

৩৩ প্রনোদনা ও উৎসাহ প্রদান ঃ

৩৩.১ ফেডারেশন খেলোয়াড় সহায়ক বিভিন্ন পদপে গ্রহন করে খেলোয়াড়দের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট থাকবে।

৩৩.২ খেলোয়াড়দের উৎসাহ পদানের লক্ষ্যে আর্থিক প্রনোদনা যথা- কৃতি খেলোয়াড়দের জন্য মাসিক উৎসাহ ভাতা প্রচলন এবং জাতীয় প্রতিযোগিতা সমূহে বিজয়ীদের নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

৩৩.৩ দক্ষিণ এশিয়া গেমস ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আসরে সাফল্য অর্জনকারী খেলোয়াড়দের জন্য বিশেষ আর্থিক পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

- ৩৪ শৃংখলামূলক ব্যবস্থা ঃ

৩৪.১ ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য ফেডারেশনের স্বার্থের পরিপন্থী কর্মকান্ডে কিংবা অনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হলে কিংবা ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে গ্রেফতার/দন্ডিত হলে কার্যনির্বাহী কমিটি তাকে বহিস্কার সহ প্রয়োজনীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারবে। তবে এ জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে আনীত অভিযোগ তদন্ত করে দেখতে হবে এবং অভিযুক্ত সদস্যকে আত্মপ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। কোন সদস্যকে বহিস্কারের ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হবে এবং ঐ সভায় উপস্থিত দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হবে।

৩৪.২ কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে কার্যনির্বাহী পরিষদের পরপর তিনটির অধিক সভায় অনুপস্থিত থাকলে তাকে তার পদ হতে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে। তবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য কার্য নির্বাহী পরিষদের সভায় এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহন করতে হবে।

ী- ৩৫ কো-অপশনের মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণ ঃ

এই গঠন তন্ত্রের ১২.৭ ও ২৮ ধারা মোতাবেক নির্বাহী কমিটির কোন পদ শূন্য হলে নির্বাহী কমিটি তা কো- অপশনের মাধ্যমে পূরণ করবে। নির্বাহী কমিটি তথা সাধারণ পরিষদের সদস্যগনসহ নির্বাহী কমিটির বিবেচনায় অ্যাথলেটিক্স এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যক্তিকে শূন্যপদে কো-অপশন করা যাবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে এরূপ কো-অপশন সম্পর্কে অবহিত রাখতে হবে।

ধারা- ৩৬ অনাস্থা প্রদান ঃ

৩৬.১ কার্যনির্বাহী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কার্যনির্বাহী পরিষদের উপর কিংবা কার্যপরিষদেও কোন সদস্যেও বিরুদ্ধে লিখিতভাবে অনাস্থা জ্ঞাপন করলে ফেডারেশনের সভাপতি বিষয়টি বিবেচনার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের জরুরী সভা আহ্বান করবেন। সভায় উপস্থিত কার্যনির্বাহী পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব সমর্থন করলে সভাপতি তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে প্রেরণ করবেন।

৩৬.২ কার্যনির্বাহী পরিষদের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ সভাপতির নিকট পদত্যাগ পত্র প্রদান করলে পদত্যাগ পত্র গ্রহন করার ব্যাপারে সভাপতি সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন। তিনি পদত্যাগ পত্র গ্রহন করার সপক্ষে সিদ্ধন্ত নিয়ে তার অভিমত/সুপারিশসহ তা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে অবহিত করবেন। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বিষয়টি বিবেচনা ও নিস্পত্তি করবেন।

৩৬.৩ উপধারা ৩৫.১ ও ৩৫.২ এ বর্ণিত পরিস্থিতিতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন ১৯৭৪ এর ২০(ক) ধারা অনুযায়ী কায়নির্বাহী পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহন করলে সভাপতি ফেডারেশনের একটি অস্থায়ী (এডহক) কমিটি গঠন করার জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিকট প্রস্তাব করবেন।

৩৬.৪ উপধারা ৩৫.৩ এ বর্ণিত প্রক্রিয়ায় ফেডারেশনের অস্থায়ী কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের পরবর্তী নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর নব নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়িত্ব হস্থান্তর করা পর্যন্ত অস্থায়ী কমিটি দায়িত্ব পালন করে যাবে।

ধারা- ৩৭ গঠনতন্ত্রের ধারা উপ-ধারার ব্যাখ্যা ঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের গঠনতন্ত্রের যে কোন বিধি বা উপ-বিধি ব্যাখ্যা দান বিষয়ে সর্বসময় অধিকার থাকবে এবং এ বিষয়ে কোন আপত্তি থাকলে তা সাধারণ পরিষদে উত্থাপন করা যাবে। সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তেই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে ও তা মেনে চলা সংশ্লিষ্ট সকলের উপর বাধ্যতামূলক হবে।

ধারা- ৩৮ অনুল্লেখিত বিষয় ঃ

যে সকল বিষয়ে এই গঠনতন্ত্রে বিশেষভাবে কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি, উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রচলিত রীতি-নীতি সমূহ অনুসরন করা চলবে।

ধারা- ৩৯ বিধি-বিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন ঃ

এই গঠনতন্ত্রে বর্ণিত ধারা সমূহ বাস্তবায়ন ও ফেডারেশনের লক্ষ্য সমূহ অর্জনের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারবে। প্রণীত বিধি-বিধান ও নীতিমালা গঠনতন্ত্রের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে এবং কোন ক্রমেই তা গঠনতন্ত্রের কোন ধারার সংগে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না।

ধারা- ৪০ গঠনতন্ত্র সংশোধন ঃ

গঠনতন্ত্রের কোন সংশোধনী আনয়নের প্রয়োজন হলে সে ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির কাছে সংশোধনীর প্রস্তাব উপস্থাপন করতে হবে। নির্বাহী কমিটি তা অনুমোদন পূর্বক সাধারণ পরিষদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবে। সাধারণ পরিষদের উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি ভোটে গঠনতন্ত্র সংশোধন করা যাবে। গঠনতন্ত্রের সকল সংশোধনী সম্পর্কে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে অবহিত রাখতে হবে।

ধারা- ৪১ গঠনতন্ত্র কার্যকারীতা ঃ

৪১.১ এই গঠনতন্ত্র ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদিত হওয়ার পরপরই কার্যকর হবে।

৪১.২ সংশোধনী পূর্ব গঠনতন্ত্রের আওতায় গৃহীত সকল কর্মকান্ড ফেডারেশন কর্তৃক কৃত বৈধ কর্মকান্ড বলে গণ্য হবে।

২৬-১১-২০১১ তারিখের সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতবেক গঠনতন্ত্র সংশোধিত।

(এ.এস.এম. আলী কবীর)
সভাপতি
বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক ফেডারেশন।

(মোঃ মনজুর মোরশেদ)
সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক ফেডারেশন।